ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ১

জঁ লুক গোদার

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

জঁ লুক গোদার
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা
অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
মূল্য : ৪০০ টাকা

Jean-Luc Godard by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98715-5-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

যাঁর কাছে চলচ্চিত্র চর্চার হাতেখড়ি
সেই ফাদার গাস্টন রুঁবেজকে

ভূমিকা

তরুণ তুর্কি প্রকাশক সজল আহমেদের পরিকল্পনাতেই চলচ্চিত্র গ্রন্থমালায় এবার মূর্তিবিনাশি বা আইকোনোক্লাস্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জঁ লুক গোদার। সত্তরের দশক থেকেই গোদারের ছবির প্রতি আত্মীয়তা। এরপর কলকাতার চিত্রবাণী এবং পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সুবাদে গোদারের অনেক ছবিই দেখা হয়ে যায়। তারপর নানা সূত্র ধরে গোদারের প্রায় সব ছবিই দেখে ফেলি। তাই এই গ্রন্থরচনা কালে সেই সব অভিজ্ঞতা ও পঠন-পাঠন কাজে লেগে গেল।

অবশ্যই এই গ্রন্থ নির্মাণে নানা বিদেশি বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। সেই সব লেখক ও প্রকাশকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই কবি প্রকাশনীর সজল আহমেদকে। ধন্যবাদ সেই সব মানুষদের যারা কোনো না কোনোভাবে এই গ্রন্থনির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার 'গোদার' নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়। এটি তারই পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ।

অমর একুশে বইমেলা
১৪৩০

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

গোদার ইজ ডেড লং লিভ গোদার	১১
সত্যের স্বরূপ সন্ধানে	২৫
সিনেমার নতুন ন্যারেটিভ	৩৫
আনার প্রেমে	৪১
দেবদাস গোদার	৫৫
আলফাভিল—প্রেম বা সাই-ফাই	৬৩
মাও দর্শন	৭৭
এক দুঃস্বপ্নের পৃথিবী	৮৭
এক কামবিরোধী প্রতিভাস	১০৫
(হি) স্টোরি অব সিনেমা	১১১
ভালোবাসার গুণগান	১১৯
থ্রিডি গোদার	১২৭
হেগেল গোদার এবং	১৪১
ইমেজ ও শব্দের রহস্য উন্মোচন	১৫১
টীকা	১৫৭

গোদার ইজ ডেড লং লিভ গোদার

ইউনেশিয়া। সাপোর্টেট সুইসাইড। আমরা যখন তাঁর পরের ছবির জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছি, তখন জঁ লুক গোদার গোপনে আত্মহননের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত আমরা যে গোদারকে তাঁর ছবির মাধ্যমে চিনি জানি তাদের কাছে অবশ্যই অপ্রত্যাশিত। শেষ অবধি নাকি গোদারকে সুইসাইড করতে হয়নি। মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকেই। কিন্তু সাপোর্টেট সুইসাইড করার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছিলেন তিনি। স্বাভাবিক মৃত্যু না হলে তিনি সেই দিনই চিকিৎসকের সাহায্যেই আত্মহত্যা করতেন। মনে পড়ে এক সাক্ষাৎকারে গোদার বলেছিলেন, ‘ যতদিন না সিনেমা আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ততদিন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যাব আমি।’ চলচ্চিত্র তো কখনোই প্রত্যাখ্যান করেনি আপনাকে, গোদার। আপনি নিজেই একসময় তো চলচ্চিত্রের মৃত্যু ঘোষণা করেন। পর্দা জুড়ে লিখে বলেন, ‘সিনেমা ইজ ডেড।’ তারপর তো গোদার ২০৬ মিনিটব্যাপী সিনেমার ইতিহাস রচনা করলেন। হিস্ট্রি(স) দু সিনেমা।

আবার ফিরে এলেন সিনেমায়। তাঁর রচিত সিনেমার নবজন্ম হলো। সিনেমাকে ভালোবাসতেন গোদার। কিন্তু আবেগ দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে। গোদার বলেন নারীকে চুমু খাওয়া যায়, সিনেমাকে নয়। তবু নারীর কাছে নয় সিনেমার কাছেই আপনার প্রত্যাশা। যতদিন না সিনেমা ফিরিয়ে দেয় আপনাকে ততদিন আপনি থেকে যাবেন চলচ্চিত্রের কাছে। তাহলে কি সিনেমা প্রত্যাখান করল গোদারকে। কিন্তু তা তো হওয়া সম্ভব নয়। শয্যাশায়ী থেকেও গোদার মোবাইল কারিগরি ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র। যা এক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো ফিল্ম হয়ে উঠেছে। আবার নব্বই পেরিয়েও শরীর তেমন সায় না দিলেও মাথা কিন্তু সমানভাবে সক্রিয় ছিল গোদারের। এ কথা স্বয়ং গোদারের ডাক্তারই আমাদের জানান। চলচ্চিত্রের সঙ্গেই বেঁচেছেন তিনি আজীবন। তবে সিনেমা তার কাছে বন্দুকসম। অস্ত্র। গোদার নিজেই আমাদের জানান, ‘যাঁরা হাতে বন্দুক নিয়েছেন, তাঁদের পাশে আমার থাকা উচিত। কিন্তু বন্দুকের জন্য আমি ক্যামেরা ছেড়ে দিতে রাজি নই। আমি মনে করি শিল্প এক বিশেষ বন্দুক। সব আইডিয়াও বন্দুক। অনেক লোকই আইডিয়া থেকে এবং আইডিয়ার জন্যই মারা যাচ্ছেন। আমি মনে করি বন্দুক হলো কার্যকর আইডিয়া এবং একটি আইডিয়া হলো তাত্ত্বিক বন্দুক। চলচ্চিত্র এক তাত্ত্বিক বন্দুক এবং বন্দুক হলো এক কার্যকর ছবি। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনো বন্দুক নেই। সৌভাগ্য, কারণ আমার চোখ এত খারাপ যে হয়তো আমি আমার সব বন্ধুকেই হত্যা করে বসব। আমার মনে হয় ছবির ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ততটা কম নয়, তাই ছবি করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।’

তাই সিনেমা মানে তাঁর কাছে গল্প বলা নয়। সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি, ‘তবে আরও অনেকের থেকে ছবি করার কাজটা আমার কাছে কঠিনতর কেননা আমার কোনো লিখিত চিত্রনাট্য থাকে না—কাজ চলতে চলতেই সবকিছু জন্ম নেয়। এজাতীয় অ-পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয় যখন ভিতটা আগে থেকে বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবা থাকে। যার জন্য প্রয়োজন নিটোল মনোনিবেশ।

সিনেমা ইজ ডেড!

কেবল চিত্রগ্রহণকালেই যে আমি ছবি করি তা নয়, খাওয়া, পড়া, স্বপ্ন দেখা, এমনকি কথা বলার সময়েও ছবি তৈরি হতে থাকে। এই জন্যই ছবি করা আমার কাছে একই সঙ্গে ক্লান্তিজনক ও আনন্দদায়ক।

ছবিতে গল্প : ওটা আমার ধাতে সয় না। গল্প বলার কায়দাটাই আমি জানি না। সমগ্র ব্যাপারটিকে আমি উন্মোচিত করতে চাই প্রত্যেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে আবার একসঙ্গে সব বলে ফেলা আমার প্রবৃত্তি। নিজেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে ভালো লাগে : আমি একজন পেইন্টার ইন লেটার্স, যেমন বলা হয় ম্যান অব লেটার্স। ফলে গল্প নয়, আমার আসল লক্ষ্য হচ্ছে ছবিতে সেই বিরাট পরিবর্তন দেখানো, যার মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্যতা বিবর্তিত হচ্ছে; এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সার্থকভাবে মোকাবিলা করার পথ সন্ধান।'

জঁ লুক গোদার সিনেমা-দুনিয়ায় নন্দিত ও নিন্দিত। এবং দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাঁর ছবি ঘিরেই। তবুও তাঁর চলচ্চিত্র মুক্তি মানেই বিতর্ক। ৬২ বছর ধরে সেই একই ধারা। যাঁরা গোদারকে পছন্দ করেন না, তাঁরাও

গোদারের নতুন ছবি মুক্তি পাওয়া মাত্র হামলে পড়েন। চলচ্চিত্রচর্চা অথচ গোদারকে অবহেলা করব এমন কোনো বিকল্প নেই। ভালোমন্দ সুবোধ্য-দুর্বোধ্য যাই বলি না কেন, পৃথিবীর চলচ্চিত্রে গোদারের অস্তিত্ব অতএব অবশ্যম্ভাবী। শিল্পকলায় যেমন পিকাসো, সাহিত্যে জেমস জয়েস, চলচ্চিত্রে তেমনই জঁ লুক গোদার। সনাতন সমস্ত ভাবনাকে ভেঙে চুরমার করে দেন। ৮৫ বছর বয়স পেরিয়ে এখনও তিনি তরুণ। চলচ্চিত্রের কালাপাহাড়। আইকনোক্লাস্ট। এখনও তাঁর ছবি মানে প্রথা ভাঙা, নতুন ভাবনা ও শৈলী তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা। মূলত ফরাসি ভাষায় ছবি করলেও প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার ছবি নির্মাণের পরেই গোদার আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি যে চলচ্চিত্র-দুনিয়া আমূল পালটে দিতে আসছেন তার খানিক আভাস তো ছিলই তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি 'ব্রেথলেস'তেই।

জঁ লুক গোদারের জন্ম প্যারিসে ৩ ডিসেম্বর ১৯৩০ সাল। বাবা পল গোদার ছিলেন ডাক্তার। মা ওদিল মোনো ফরাসি ব্যাংক মালিক অ্যাডলফ মোনোর মেয়ে। অ্যাডলফ অবশ্য পরবর্তী সময়ে নামকরা ধর্মতাত্ত্বিকও হয়ে উঠেছিলেন। অ্যাডলফের সঙ্গে সেই সময় ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট দহরম মহরম। ত্রিশের দশকে গোদারের মামার বাড়িতে বুদ্ধিজীবীদের নিয়মিত আড্ডা। সেই আড্ডায় ফরাসি কবি পল ভালেরিও আসতেন নিয়মিত। খুব ছোটবেলায় এই সৃষ্টিশীল আড্ডার প্রভাব শিশু গোদারের ওপর যথেষ্ট পরিমাণেই পড়েছিল। তখন থেকেই যে গোদারের বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় তার অন্যতম পরোক্ষ অনুপ্রেরণা অবশ্যই এই সৃষ্টিশীল আড্ডা। মামাবাড়ির সংস্কৃতির এই প্রভাব গোদারের জীবনে অনেকটাই। ডাক্তার পল ও ওডিলির দ্বিতীয় সন্তান হলেন জঁ লুক। তাঁদের আরও তিন সন্তান।

জঁ লুক গোদারের যখন চার বছর বয়স তখন বাবা প্যারিস থেকে বদলি হন সুইজারল্যান্ডের এক হাসপাতালে। তাঁরা সুইজারল্যান্ডেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের বাড়ি ছিল জেনেভা লেকের পাশে। পরবর্তী সময়ে জেনেভা লেকের সেই সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠাকে বেশ সুখকর বলেই বর্ণনা করেন গোদার।

শুধু সুখকর নয়, তিনি এই সময়টাকে চিহ্নিত করেছেন স্বর্গসুখ হিসেবেই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড় হওয়া। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক হয়ে ওঠায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে আঁদ্রে জিদ ও আঁদ্রে মালরোর মতো লেখকের বই পড়ে ফেলেন। শুধু পড়ুয়া নয়, গোদার কিশোর বয়সে পছন্দ করতেন ফুটবল-টেনিস ইত্যাদি খেলাও। বিশেষত ফুটবলের রীতিমতো ভক্ত ছিলেন। গোদারের মা তাঁর বাবার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হন। সেই সম্পত্তি দেখাশোনার সূত্রে মাঝেমধ্যেই গোদার-পরিবার প্যারিসে আসতেন। প্যারিস ও সুইজারল্যান্ড দুই নগরজীবনের মধ্যে কিশোরজীবন কাটে জঁ লুক গোদারের।

বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল গোদার ইঞ্জিনিয়ার হোক, তাই সুইজারল্যান্ডে স্কুলের প্রাথমিক পাঠ শেষ হবার পর তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় প্যারিসের 'লাইসি বুকন'-এ। ১৬ বছর বয়সে উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়াশোনা করলেও, প্যারিসের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এসে তিনি অঙ্কের চেয়ে সিনেমায় বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে তখন উঠে আসছে সিনেমাচর্চা। আর সিনেমা নিয়ে মাতামাতি পছন্দ হয় না গোদারের বাবা-মায়ের। তাঁরা মনে করেন গোদার ক্রমশ পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছেন। একবার তো গোদার পরীক্ষায় ফেলও করেন। আর তখন বাবা-মা গোদারকে আবার সুইজারল্যান্ডে ফিরিয়ে এনে ভর্তি করেন লাইসানের এক হাই স্কুলে। কিন্তু এখানে এসেও গোদারের সিনেমা-প্রেম সামান্যতম কমে না। জেনেভায় নানা সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যেই তাঁর বেশি সময় কাটতে থাকে। পাশাপাশি ছবি আঁকাতেও বিশেষ আগ্রহ।

গোদারের সঙ্গে তাঁর বাবা-মার মতান্তরের প্রধান কারণই ছিল তাঁর সিনেমা-প্রেম। তাঁরা কিছুতেই চাইতেন না, জঁ লুক সিনেমা-পাগলদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। সুইজারল্যান্ডের স্কুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাস করে গোদার আবার প্যারিসে এসে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জাতিতত্ত্ব' বিভাগে ভর্তি হন। সময়টা ১৯৪৯। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর প্যারিস তখন সংস্কৃতিভাবনায় উত্তাল। সার্ত্র, কামু, সিমোন দ্য বোভয়া, পল নিজান প্রমুখেরা সাহিত্য-দুনিয়া শাসন করছেন। চারদিকে অস্তিত্ববাদের ঢেউ